52

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

ঢাকা : শনিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে কারচুপির অভিযোগ

খেপুপাড়া, ১০ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।—পটুয়াখালীতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শেষ না করেই পুরো বিল তুলে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে আইডিএ প্রকল্পের অর্থসাহায্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় পটুয়াখালী জেলায় ৩৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৩৬২টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। প্রতিটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ব্যয়বরাদ্দ করা হয় ১ লাখ ৬ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ১০৮টি, বাউফলে ১৫টি, গলাচিপায় ৮৩টি, মীর্জাগঞ্জে ৪৪টি এবং দশমিনায় ৩২টি। বাকিগুলোর কাজ শুরু হয়নি। এসব বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে যথাসময় দরপত্র আহ্বান করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা কাজের শুরুতেই ঘাপলাবাজি শুরু করে। এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ঠিকাদাররা নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে কাজ করায়। পটুয়াখালী সদর উপজেলা পরিষদ অফিস-সংলগ্ন এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করার কারণে তৎকালীন নির্বাহী অফিসার এর কাজ বন্ধ করে দেন। সেই থেকে ঐ বিদ্যালয়ের কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। এ ছাড়া নজিরপুর, বক্সি বাহাদুরপুর, বড়ডালিমা ও চর ওয়াডেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ আজও অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

অপরদিকে বাউফল উপজেলার বাসনিকাঠি, কর্মকাঠি, ভড়িপাশা, কেশবপুর ও পুড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের তুলনায় বেশী পরিমাণ বিল তুলে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এসব কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা না করেই ঠিকাদারদের ইচ্ছেমত বিল দিয়ে দেয়। ফলে বিদ্যালয় ভবনগুলোর নির্মাণকাজ এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।